331090 - কাল্পনকি শক্ষিণীয় গল্প লখো

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু একটি কাল্পনকি গল্প লখোর পর আমি আপত্তি করছেলিাম। আমার বন্ধু গল্পটরি মাধ্যমে পাঠকরে সামনে শক্ষিণীয় বষিয় তুলে ধরতে চয়েছে। কন্তিু আমার আপত্তটিি ছলি দুটো দকি থকেে: এক. গল্পরে কাল্পনকি চরত্রিগুলো কুরআনরে আয়াত দয়িে দললি দয়ে। আমি তাকে জানয়িছে যি, সে তো আলমে নয়। সে তো জানে না য, এটি কি জায়যে; নাকি নাজায়যে। দুই. সে গল্পটকিে একটি কাল্পনকি স্থান ও সময়ে চত্রিতি করছে; য স্থান ও সময় মানব জাতরি ইতহিাসরে অংশ নয়। যনে সে আমাদরে জগতরে বাইরে অন্য এক জগত তরৈী করে নয়িছে। যহেতেু তার গল্পে আপনি আরব উপদ্বীপ বলে কছিু পাবনে না এবং এ ধরণরে অন্য বষিয়গুলো। একই সময় সে তার গল্পে কুরআন-হাদসিরে উদ্ধৃতি ব্যবহার করছে; যাতে করে গল্পটা শক্ষিণীয় হয়। তাই কাল্পনকি, অবাস্তব গল্পে কুরআন-হাদসিরে উদ্ধৃতি ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

কাল্পনকি গল্প ও উপন্যাস যদি শক্ষিণীয় হয় এবং কল্যাণ ও ভালোর দকিে আহ্ববান করে তাহলে এগুলো রচনা করা জায়যে। এসব গল্পে কুরআন-সুন্নাহ্র উদ্ধৃতরি প্রয়োগ যদি যথাযথভাবে করা হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি প্রতীয়মান হয় না। বস্তিারতি জবাবটি পড়ুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক: কাল্পনকি গল্প-উপন্যাস লখোর বধিান

ইতপিূর্বে 174829 নং প্রশ্নোত্তরে কাল্পনকি গল্প-উপন্যাস লখোর হুকুম সম্পর্কে আলমেদরে মতামতগুলো আলোচতি হয়ছেে এবং শক্ষিামূলক গল্প হল, কল্যাণ ও ভালোর দকিে আহ্বান করলে এমন গল্প লখো জায়যে হওয়ার অভমিতকে প্রাধান্য দয়ো হয়ছে।

দুই: কাল্পনকি গল্পে আয়াত কংিবা হাদসি ব্যবহার করা

এসব গল্পে কুরআন-সুন্নাহ্র উদ্ধৃতির প্রয়োগ যদি যথাযথভাবে হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি প্রতীয়মান হয় না।

কুরআনের আয়াত ও হাদিসে রাসূল: এর কোন কোনটির প্রমাণ সুস্পষ্ট। এর অর্থ বুঝার জন্য কোন ব্যক্তির অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। বরং সাধারণতঃ প্রত্যেক পাঠকই এর অর্থ বুঝতে পারে। যেমন যে আয়াতগুলো নামায, যাকাত, হজ্জ, সিয়াম ইত্যাদি ফরয আমলগুলোর নির্দেশ দেয় এবং যে আয়াত ও হাদিসগুলো উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দেয় এবং বিপরীত চরিত্র থেকে নিষেধ করে...ইত্যাদি।

তাই কোন লেখকের জন্য এমন আয়াত ও হাদিসগুলো দিয়ে দলিল দিতে কোন আপত্তি নেই। যেহেতু এগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট; এতে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই। তবে এমন কিছু আয়াত ও হাদিস আছে যেগুলোর অর্থ বুঝার জন্য ব্যক্তির ইল্মের প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে ওয়াজিব হল এর অর্থ অনুসন্ধান করা এবং আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা। যে ব্যক্তি এ ধরণের আয়াত ও হাদিসের অর্থ জানে না তার জন্য এগুলো দিয়ে দলিল দেয়া জায়েয হবে না। কেননা হতে পারে তিনি সে আয়াত ও হাদিসগুলো দিয়ে এমন ক্ষেত্রে দলিল দিবেন সে দলিলগুলো যা নির্দেশ করছে না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআনের তাফসিরকে চার প্রকার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "তাফসির চার প্রকার: এক প্রকার তাফসির আরবরা তাদের কথা থেকে জানতে পারে। এক প্রকার তাফসির না বুঝার ক্ষেত্রে কারো কোন ওজর নেই। এক প্রকার তাফসির আলেমেরা জানেন। আর এক প্রকার তাফসির আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না; এমন তাফসির যে ব্যক্তি জানার দাবী করে সে মিথ্যুক।"[ইবনে জারীর তাঁর তাফসিরের ভূমিকাতে (১/৭০, ৭৩) এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে কাছিরও তাঁর তাফসিরের ভূমিকাতে (১/১৪) উল্লেখ করেছেন]

জারকাশি তাঁর 'আল-বুরহান' নামক গ্রন্থে (২/১৬৪-১৬৭) বলেন: "এই বিভাজনটি সঠিক। ১। যে প্রকারটি আরবা তাদের ভাষার ভিত্তিতে জানেন; সেটা ভাষা ও ব্যাকরণগত...। যে তাফসির এই শ্রেণীর অধিভুক্ত সেটার ক্ষেত্রে মুফাস্সিরের তাফসির করার পদ্ধতি আরবদের ভাষায় যা উদ্ধৃত সেটার উপর সীমাবদ্ধ হবে। আরবী ভাষার খুঁটিনাটি ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের কোন কিছুর তাফসির করার অধিকার নেই। মুফাস্সিরের আরবী ভাষার সামান্য জ্ঞান থাকা যথেষ্ট নয়। কারণ হতে পারে শব্দটি দ্বিতে অর্থবোধক হবে; আর তিনি কেবলমাত্র দুটো অর্থের মধ্যে একটিমাত্র অর্থ জানেন।

২। যে তাফসির না-জানার ক্ষেত্রে কারো কোন ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। তা হচ্ছে কুরআনের যে অর্থ অবলীলায় অবগত হওয়া যায়; যেমন যে আয়াতগুলোতে শরিয়তের বিধিবিধান ও তাওহীদের নির্দেশনাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেক শব্দ একটি মাত্র পরিস্কার অর্থ প্রকাশ করছে; অন্য কিছু নয় এবং জানা যায় যে, এটাই আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য। এ প্রকারের হুকুমে কোন মতভেদ নেই এবং এর ব্যাখ্যাতে কোন দুর্বোধ্যতা নেই। উদাহরণতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্র বাণী: "জেনে রাখুন; তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।" থেকে একত্ববাদ ও উপাসনায় যে তাঁর কোন অংশীদার নেই সেই অর্থ বুঝে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি অনিবার্যভাবে জানতে পারে যে, আল্লাহ্র বাণী 'নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান

কর।” এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতরে দাবী হচ্ছে— নামায ও রোযার ফরযয়িত (আবশ্যকতা)।

৩। যে তাফসরি আল্লাহ্ ছাড়া আর কউে জানে না। সটো হচ্ছে যা গায়বেী (অদৃশ্যরে জ্ঞান) শ্রণেীর পর্যায়ভুক্ত। যমেন যে সকল আয়াতে কয়িামত সংঘটতি হওয়া, বৃষ্টি নামা, গর্ভাশয়ে কি আছে, রূহরে ব্যাখ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়ছে...।

৪। যে তাফসরি আলমেদরে ইজতহিাদ নর্িভর। এ শ্রণেীর তাফসরিকে সাধারণতঃ ‘তা’বীল’ বলা হয়। তা’বীল (تأويل) এর মানে হল শব্দটকিে এর লক্ষ্যার্থে অর্থান্তরতি করা। আর সটো হচ্ছে— বধিি-বধিান উদ্ভাবন, অ-ব্যাখ্যাত ভাবকে ব্যাখ্যাকরণ, সামগ্রকিতাকে সীমাবদ্ধকরণ। প্রত্যকে এমন শব্দ যা দুই বা ততোধকি অর্থরে সম্ভাবনা রাখে এমন শব্দরে ক্ষত্রেে আলমে ছাড়া অন্য কারো ইজতহিাদ করা নাজায়যে।”[কঞ্চিতি পরমিার্জনসহ সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।